৫১

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JAN 24 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

ভারতে 'মুজিব হত্যাকারী' চক্র রয়েছে বলে বিবিসি'র খবর

কলিকাতা বইমেলাকে কেন্দ্র করে একটি হীনচক্র মৌলবাদের সন্ধান চালাচ্ছে

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ কলিকাতা বইমেলাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলায় 'মুসলিম মৌলবাদী সংগঠন' রয়েছে বলে দেশী-বিদেশী বিশ্বের প্রচার মাধ্যমগুলো আবার সক্রিয় প্রচারাভিযান শুরু করেছে। পশ্চিম বাংলায় এই বইমেলাকে কেন্দ্র করে প্রচারিত বিবিসি'র এক প্রতিবেদনে 'মুজিব হত্যাকারী' চক্রের সঙ্গে জড়িত বলে সেখানকার অনেক মুসলমান নাগরিকের উপর পুলিশী হয়রানি চলছে বলে উল্লেখ করা হয়।

গত ৯ জানুয়ারী কলিকাতায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম নাগরিকদের উপর চলছে নির্যাতন। ইতিমধ্যে পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইএ'র সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এমন সন্দেহে করে ১৪ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে বিবিসি পরিবেশিত এক খবরে জানা গেছে।

কলিকাতায় গোয়েন্দা অফিসারদের বরাত দিয়ে বিবিসি'র প্রচারিত প্রতিবেদনে বলা হয়, আইএসআই সাম্প্রতিক মাসগুলোতে কলিকাতা ও শিলিগুড়িতে যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে

১১-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

কলিকাতা বইমেলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উঠেছে।

কলিকাতাস্থ বিবিসি'র সংবাদদাতা সুবীর ভৌমিক-এর মুসলিম ও মৌলবাদীদের তৎপরতা নিয়ে পাঠানো বার্তা এবং বাংলাদেশে কবি শামসুর রাহমানের বাসভবনে 'হরকতে জিহাদুল ইসলামের' কথিত সদস্যদের আক্রমণের খবরের মধ্যে কোথায় যেন একটা সূত্র রয়েছে। কারণ যদিও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় হরকতে জিহাদুল ইসলামের কোন অস্তিত্ব পুলিশের খাতায় নেই বলে বর্ণনা করা হচ্ছে তথাপি দেখা যায় এই সংগঠনের অস্তিত্ব অনেক পুরোনো। অনেক আদিকাল থেকেই এই সংগঠনের সদস্যরা প্রকাশ্যে রাজনীতি করে আসছে। কক্সবাজারেই এই সংগঠনের উৎপত্তি। তাদের আজ মৌলবাদী সাজিয়ে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম পুলিশের সুরে সুর মিলিয়ে যেভাবে বাংলাদেশের পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলা হচ্ছে তা আগামীতে আরো বিষাক্ত হয়ে উঠতে পারে।

শামসুর রাহমানের ঘনিষ্ঠ কবি মহল থেকে জানা গেছে যে, তার সঙ্গে তার কবি বন্ধুদের কয়েকজনের কলিকাতা বইমেলায় কে নেতৃত্ব দেবেন তা নিয়ে বিরোধ চরমে উঠেছিল। সে কারণে শামসুর রাহমানের বাসায় ইট-পাটকেল ছুঁড়ে তাকে কলিকাতায় না যাওয়ার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করতে তার কতিপয় বন্ধু অত্যন্ত তৎপর। আর এ কারণেই তার বাসায় হয় আক্রমণ। এই আক্রমণের সমস্ত দায়ভাগ তিন সহোদর ভ্রাতার উপর চাপানো হয়। তারা আসলে একই বাড়ীতে অবস্থান করছিল তাদের গ্রামের বাড়ী খুলনা যাওয়ার জন্য। সেখানে তাদের ঈদ করার কথা ছিল। আর উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে বাংলাদেশে মৌলবাদী সংগঠনের আস্তানা রয়েছে বলে মহল বিশেষ যে প্রচার করতে চায়, তাদের উদ্দেশ্য আর যাই হোক বাংলাদেশের স্বার্থে যে নয় তা সহজেই বোঝা যায়। বাংলাদেশকে সারা বিশ্বে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য এই কুচক্রী মহল অত্যন্ত হীনপরিকল্পনায় এগুচ্ছে।

গত ৯ জানুয়ারী বিবিসি থেকে পরিবেশিত খবরের সঙ্গে এই খবর মিলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে— কলিকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের উপর যে বইমেলা হচ্ছে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

সুবীর ভৌমিক তার খবরে বলেছেন, কলিকাতায় মুহাম্মদ আসগর নামে একজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। পুলিশ বলেছে, আসগর ইসলামী মৌলবাদী একটি সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার দায়িত্বে ছিলেন। সংগঠনটির নাম 'আল-উম্মাহ্'— যারা গত বছর নির্বাচনের আগে দক্ষিণ ভারতে বেশ কিছু বোমা বিস্ফোরণ করেছিল বলে পুলিশ সূত্রে বলা হয়। কলিকাতার গোয়েন্দা অফিসাররা জানায়, আল-উম্মাহ সরাসরি পাকিস্তানী গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইএ'র নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আসগরের স্বীকারোক্তি মোতাবেক কলিকাতার পুলিশ আবু নাসের এবং এখলাক আহমদকেও গ্রেফতার করে। তাদের স্বীকারোক্তি মোতাবেক বাকীদের গ্রেফতার করা হয়।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা বিবিসি'র প্রতিনিধির কাছে আরও স্বীকার করেছে যে, কলিকাতায় এমন কতিপয় ব্যক্তি রয়েছে যারা 'মুজিব হত্যাকারী' চক্রের সঙ্গে জড়িত। গোয়েন্দা সংস্থার বরাত দিয়ে সুবীর ভৌমিকের পাঠানো বার্তায় বলা হয়, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কলিকাতা সফরের প্রাক্কালে ঐ রাজ্যে আইএসআইএ'র 'মুজিব হত্যাকারী' চক্রের সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে পশ্চিমবঙ্গের অন্তত ১৭টি স্থানে বেশকিছু লোকজনের উপর নজর রাখা হচ্ছে— যাতে করে শেখ হাসিনার উপর ঐ রাজ্যে কোনরকম আঘাত হানা সম্ভব না হয়।

অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে প্রতিবেদনটিতে ভারতে 'মুজিব হত্যাকারী' বা মুজিব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের অবস্থানের কথা স্বীকার করেছে ভারতীয় গোয়েন্দারা।

দ্বিতীয়তঃ আগে বলা হতো আইএসআই ভারতের উপর পূর্বাঞ্চলে বিদ্রোহীদের মদদ দিচ্ছে। এই বিদ্রোহীদের কেউ 'মুসলিম মৌলবাদী' নয়। এখন বলা হচ্ছে আইএসআই মৌলবাদীদের মদদ দিচ্ছে।

আবার বাংলাদেশে নতুন করে মৌলবাদী সংগঠন আবিষ্কারের পায়তারা চলছে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও কবি শামসুর রাহমানকে 'ঘুঁটি' হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারতের দাবার ঘুঁটি হয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবীরা আর কতদিন ব্যবহৃত হবে তাই এখন সবার জিজ্ঞাস্য।